Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মদিনা আক্তার

রোলঃ 23090121664

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মদিনা আক্তার

রোলঃ 23090121664

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মদিনা আক্তার, আইডিঃ 23090121664 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মদিনা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মদিনা আক্তার

আইডিঃ 23090121664

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

নফল সালাত 6

নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত 8

নফল সালাতের বিবরণ 10

দিনে রাতে ১২ রাক‘আত সুন্নাত 11

সালাতুত তাহাজ্জুদ 11

তাহিয়্যাতুল অজু সালাত 15

তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত 15

সালাতুল ইশরাক 16

সালাতুদ্দুহা বা চাশতের সালাত 18

সালাতুয যাওয়াল 19

আওয়াবীন 20

আযান ও ইক্কামতের মাঝে সালাত 20

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সালাত 21

ইস্তিখারার সালাত 22

সালাতুত তাওবাহ 25

সালাতুল হাজত 26

সালাতুত তাসবীহ 28

কুসুফ (সূর্যগ্রহন) ও খুসুফ (চন্দ্রগ্রহন) এর সালাত 29

সালাতুল ইস্তিস্কা 32

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল সালাত 35

নৈতিক মূল্যবোধ ও আত্মশুদ্ধি অর্জনে নফল সালাত 39

উপসংহার 42

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি দিককে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে। এই জীবনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো আল্লাহর ইবাদত। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন -

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থ:-"আমি জ্বিন ও ইনসানকে কেবল আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি"।-(সুরা যারিয়াত ৫৬)

ইবাদতের সর্বোত্তম রূপ হলো সালাত। সালাত কেবল একটি আনুষ্ঠানিক দোয়া নয়, বরং এটি মানব আত্মার প্রশান্তি ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার মাধ্যম।

ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার সালাতের। সালাতের হিসাব সঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর সালাতের হিসাব বাতিল হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে। সালাত দুই ভাগে বিভক্ত যথা- ফরজ ও নফল। ফরজ ব্যতীত বাকী সকল সালাতই নফল। নফল সালাতের মাধ্যমে বান্দার ফরজ সালাতের ঘাটতি পূর্ণ হয়। তাই ফরজ সালাতের পাশাপাশি নফল সালাত অল্প হলেও তা মুমিনের জন্য প্রশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য খুবই কার্যকরী। আল্লাহর ভালোবাসা ও সান্নিধ্য পেতে সালাতের বিকল্প নেই।

বান্দা মহান আল্লাহর কাছে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল বা পারিশ্রম পাবে এটাই স্বাভাবিক। কেউ যদি নির্ধারিত কাজের বিনিময়ের পাশাপাশি সামান্য পরিশ্রমে কিছু বাড়তি পারিশ্রমিক পায় তবে তাতে কয়েকগুণ বেশি খুশি ও আনন্দ বেড়ে যায়। মনের মধ্যে অন্যরকম প্রশান্তি বিরাজ করে। ফরজ সালাতের পাশাপাশি নফল সালাতও এমনই। ফরজ সালাত ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম হলেও,নফল সালাত হচ্ছে সেই অতিরিক্ত ইবাদত, যা বান্দার আত্মিক উন্নয়ন, গুনাহ মাফ ও আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় যে, নফল সালাত ই ছিল নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের ইবাদতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁরা নফল সালাতের মাধ্যমে আত্মাকে শুদ্ধ করতেন, আল্লাহর রহমত কামনা করতেন এবং দুনিয়ার ঝামেলা থেকে প্রশান্তি লাভ করতেন। মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইবাদত জেনে-বুঝে করতে পারলে অশেষ ছওয়াব হাছিল করা যায়। ফরজ ও নফল সালাতের মধ্যে নিহিত, গূঢ় তত্ত্ব, মাহাত্ম্য, গুরুত্ব, মর্যাদা বা ফযীলতের কথা জানতে পারলে উক্ত ইবাদতে মন বসে, তা সম্পাদনে হৃদয় আগ্রহী হয় ও ইচ্ছা শক্তি প্রবল হয়। এজন্য কুরআন ও হাদীছে বিভিন্ন ইবাদতের ফযীলত পৃথক

পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই থিসিসে নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

নফল সালাত

সালাত(صلاة) ইসলাম ধর্মের একটি দৈনিক নিয়মিত ইবাদত। ইহা ইসলামের পাঁচটি রোকনের মধ্যে দ্বিতীয় রোকন। সালাত প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন, নারী পুরুষ নির্বিশেষে, প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ বা অবশ্যকরণীয়। তবে প্রতিদিন আবশ্যকরণীয় বা ফরজ ছাড়াও বিবিধ নফল সালাত রয়েছে যা সময়ভিত্তিক বা বিষয়ভিত্তিক। এই সকল নফল সালাত আদায় করলে উভয় জাহানে ব্যাপক কল্যাণ সাধন হয়। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন -

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ

অর্থ:-"নিশ্চয় সফলতা লাভ করেছে মু'মিনগণ, যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত সম্পাদনকারী"।-(সূরা মুমিনুন ১-৪)

সালাত দুই প্রকারের। এক.ফরজ বা আবশ্যকীয় যা অবশ্যই করতে হবে; যা সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ। দুই. নফল বা অতিরিক্ত ইবাদত। নফল (النفل) আরবী শব্দ। অর্থ-কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ, ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয় এমন, অতিরিক্ত। নফল হচ্ছে শারিআর এমন কর্ম; যা আবশ্যক [ফরজ-ওয়াজিব] নয়। নফল সালাত বলতে; ফরজ ও ওয়াজিব সালাত ব্যতীত শরীয়তসিদ্ধ অন্যান্য সালাতকে বলা হয়, যার মধ্যে সুন্নাত সালাতও শামিল রয়েছে। মূলতঃ ফরজ ব্যতীত সকল সালাতই নফল বা অতিরিক্ত। তবে যেসব নফল সালাত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত পড়তেন বা পড়তে তাকীদ করতেন, সেগুলিকে ফিক্বহী পরিভাষায় 'সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ' বলা হয়।আরেক প্রকার সুন্নাত হ'ল 'গায়ের মুওয়াক্কাদাহ', যা করলে নেকী আছে, কিন্তু তাকীদ নেই।

এই দুই প্রকারের নফল সালাত ফরজ সালাতের অনুগামী কিন্তু আরও কিছু নফল সালাত রয়েছে যেগুলো ফরজ সালাতের অনুগামী নয়। যেমন : সালাতুত তাহাজ্জুদ, সালাতুত ইশরাক, তাহিয়্যাতুল অযুর সালাত,তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত, সালাতুদ্দোহা, আওয়াবীন প্রভৃতি। নফল সালাত সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক; না পড়লে গোনাহ নেই, তবে পড়লে বিশাল সওয়াব। এটি বান্দা ও আল্লাহর ব্যক্তিগত সম্পর্ককে গভীর করে।যেকোনো সময় (নিষিদ্ধ সময় ছাড়া) পড়া যায়।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় অর্থাৎ ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার তবে সেই ত্রুটি থেকে রক্ষা পাওয়ার একামাত্র উপায় হ'ল নফল ইবাদত। সে লক্ষ্যে ইবাদতের দিকে আমাদের মন যাতে আকৃষ্ট হয় এবং জান্নাত লাভের মাধ্যম হয়। সে জন্য নফল সালাতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অতিব জরুরী।

নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

যে কোনো সালাত সেটা ফরজ বা নফল হোক ; তা গুরুত্বের সঙ্গে দরদ দিয়ে পালন করা উচিত।কেননা আল্লাহর নিকট বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও সাহায্য প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো সালাত। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ।

অর্থ:-"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"-(সুরা বাকারা ১৫৩)

নফল সালাত এক মর্যাদা ও ফযীলতপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে বান্দার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মিত হয়।নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।-

আল্লাহর ভালোবাসা লাভ : মানুষ যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভে ধন্য হয় তন্মধ্যে নফল সালাত অন্যতম। এ সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ،

অর্থ:-"আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে দুশমনী করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরজ করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছু নেই। বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিল করে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে। হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধারণ করে। পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকটে কোন কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি"।-(বুখারী)

ফরজ সালাতের ঘাটতি পূরণ : আল্লাহ তা'আলার একান্ত সান্নিধ্য লাভের জন্য ফরজ ইবাদত যেমন জরূরী, তেমনি ফরজ ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করার জন্য নফল ইবাদত জরূরী। আমাদের অনেকের বিভিন্ন সময়ে ফরজ সালাতে ঘাটতি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হাশরের ময়দানে

ফরজ সালাতের ঘাটতি পূরণ হবে নফল সালাত দ্বারা। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি-

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

অর্থ:-"ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার সালাতের। যদি তার সালাতের হিসাব সঠিক হয় তাহ'লে সে সফলকাম হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয়ে যায় তাহ'লে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরজ সালাতে কিছু কমতি হয়, তাহ'লে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না? তখন নফল দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য সকল আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে"।-(তিরমিজি)

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া, নে'মত ও অনুগ্রহের অন্যতম হ'ল, তিনি আমাদের জন্য প্রত্যেক ওয়াক্তে ফরজ সালাতের আগে ও পরে নফল সালাতের বিধান দিয়েছেন, শুধু নিষিদ্ধ ওয়াক্ত ব্যতীত। যাতে মুসলমান বান্দা তার ফরজ সালাতের ঘাটতি নফল সালাত দ্বারা পূর্ণ করতে পারে'।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য অর্জন : জান্নাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে থাকা বড়ই সৌভাগ্য ও মর্যাদার বিষয়। এই সৌভাগ্য তারাই অর্জন করতে পারবে যারা অধিক হারে নফল সালাত আদায় করবে। এর মাধ্যমে তার ছওয়াব বৃদ্ধি পাবে এবং গুনাহ দূর হবে। রবী'আহ বিন কা'ব (রাঃ) বলেন-

,كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِى سَلْ. فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ أَوَغَيْرَ ذَلِكَ. قُلْتُ هُوَ ذَاكَ. قَالَ فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

অর্থ:-"আমি রাতের বেলা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাথে থাকতাম এবং ওযূর পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, কল্যাণের কিছু চেয়ে নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই আমি চাই। তিনি বললেন, তুমি বেশী বেশী সিজদা করে (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য কর"।-(মুসলিম)

মর্যাদা উন্নতকরণ : নফল সালাত মুছল্লীর মর্যাদা উন্নত করে এবং তার পাপ মোচন করে তাকে আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত করে। জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের যত মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো নফল সালাত। মা'দান ইবনু ত্বালহা (রহঃ) বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুক্তদাস ছাওবান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম-

أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِى اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

অর্থ:-"আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন, যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি চুপ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমি তৃতীয়বার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি নিজেও এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তোমার উচিত আল্লাহকে বেশী বেশী সিজদা করা। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্মানের স্তর একটি করে বৃদ্ধি করবেন ও তোমার থেকে একটি করে গোনাহ দূর করে দিবেন"।-(মুসলিম)

জাহান্নামের আগুন হারাম : যারা ফরজ সালাতের সাথে সাথে নফল সালাত আদায় করেন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। ফলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি-

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

অর্থ:-"যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন"।-(আবু দাঊদ)

নফল সালাতের বিবরণ

মুমিন মুসলমানের উচিত, ভালো কাজ বা নেকির কাজ যত ছোট ও অল্পই হোক না কেন; তাতে অবহেলা নয়; বরং সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দায়িত্বের সঙ্গে তা পালন করা জরুরি। কারণ আল্লাহর কাছে কোন ছোট আমলটি গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে তা কারো জানা নেই। তাই ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি অল্প বা ছোট হলেও বেশি বেশি নফল ইবাদত করা। ইসলামে বিভিন্ন প্রকার নফল সালাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিচে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধরন তুলে ধরা হলো—

দিনে রাতে ১২ রাক'আত সুন্নাত

মুমিন বান্দা দিনে রাতে ১২ রাক'আত সুন্নাতে মু'য়াক্কাদাহ সালাত আদায় করলে জান্নাতে তার জন্য ঘর নির্মিত হয়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি-

مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ

অর্থ:-"যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাকআত সালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফজরের পূর্বে দুই"।-(তিরমিজি)

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا،

অর্থ :-"ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত সালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু হ'তে উত্তম"।-(মুসলিম)

অনুরূপভাবে বিতর সালাতও খুব ফযীলতপূর্ণ সালাত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ীতে বা সফরে কোন অবস্থায় বিতর ও ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না।

সালাতুত তাহাজ্জুদ

নফল সালাত সমূহের মধ্যে অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সালাত হলো রাতের সালাত তথা তাহাজ্জুদ। ইসলামি শরিয়াতের পরিভাষায় রাত্রিকালীন সালাতকে তাহাজ্জুদ সালাত বলা হয়। তাহাজ্জুদের মর্যদা অপরসীম। তাহাজ্জুদ হলো —মুমিনের সম্মান। তাহাজ্জুদ হাশরের মাঠের উজ্জ্বলতা। তাহাজ্জুদ কুরআনে বর্ণিত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য; আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

অর্থ:-"রহমানের (প্রকৃত) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়—তোমাদের সালাম। তারা নিজেদের রবের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়"।-(সূরা ফুরকান ৬৩-৬৪)

ফরজ সালাতের পর উত্তম সালাত হলো তাহাজ্জুদের সালাত। নবীজি হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

অর্থ:- "ফরজ সালাতের পরে সর্বোত্তম সালাত হলো রাত্রির (নফল) সালাত"।-(মুসলিম)

মানব জীবন ভুল-ভ্রান্তি ও নানা পাপে জর্জরিত। তাই পাপ থেকে মুক্তি পেতে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথোপকথনের মাধ্যম হলো তাহাজ্জুদ সালাত। এ সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনকে পাপ মুক্ত করে আল্লাহর খাঁটি বান্দাতে রূপান্তরিত হতে পারে। নবীজি হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ مَن يَّدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَّسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَّسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

অর্থ:-"আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব"।-(বুখারী)

তাহাজ্জুদ হলো রাতের শেষ অংশে ঘুম থেকে উঠে আদায় করা সালাত । কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

وَمِنَ الَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ‌ۖ عَسٰٓى اَنۡ يَّبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُوۡدًا

অর্থ:-""রাতের এক অংশে জেগে ওঠো এবং তাহাজ্জুদ পড়ো; এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত, হয়তো তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দেবেন"।-(সুরা ইশরা ৭৯)

জান্নাতী মুমিন বান্দাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তারা রাত্রির শেষাংদশ জাগ্রত থেকে সালাত পড়ে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কের। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

كَانُوۡا قَلِيۡلًا مِّنَ الَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُوۡنَ-وَبِالۡاَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُوۡنَ

অর্থ:-"তারা রাত্রিকালে খুব কমই শয়ন করত।আর তারা রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত"।-(সুরা আয যারিয়াত ১৭-১৮)

নবীজি হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ:-"যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির সালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়"।-(বুখারী)

অন্যত্র নবীজি হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

অর্থ:-"জান্নাতের মধ্যে এমন মসৃণ প্রাসাদ রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হতে দেখা যায়। সেসব প্রাসাদ আল্লাহ এমন ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি মানুষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় করে"।-(তিরমিজি)

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি-" গোটা রাত্রের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, কোনো মুসলিম যদি তা লাভ করে এবং সে সময়টিতে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যি আল্লাহ্ তাকে তা দান করেন। আর সেই বিশেষ সময়টি প্রতি রাত্রেই আসে"।-(মুসলিম)

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أشراف امتِى حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ

অর্থ:-"আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম লোক হলো কুরআনের বাহক ও (নামায আদায়ে) রাত জাগরণকারী লোকেরা"।-(বায়হাকি)

হযরত আবু উমামা বাহিলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ
إِلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ

অর্থ:-"তোমরা কিয়ামুল লায়ল (তাহাজ্জুদের) বিষয়ে যত্নবান হও। কেননা, তা ছিল তোমাদের পূর্ববর্তী পুণ্যবান মানুষের অভ্যাস। আর তা হচ্ছে তোমাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায়, গুনাহ মোচনকারী এবং মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী"।- (বায়হাকী)

তাহাজ্জুদ সালাতের রাকাআত সংখ্যা নিদিষ্টি নেই। তবে দুই দুই রাকাআত করে চার থেকে শুরু করে যত রাকাআত ইচ্ছা আদায় করা যায়। উলামাদের পরামর্শ হলো- ন্যূনতম চার রাকাআত আদায় করা। যে কয় রাকাআতই পড়া হোক, তা নিয়মিত আদায়ের অভ্যাস করা।

হাদিসে ইরশাদ রয়েছে , হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রা.) থেকে জিজ্ঞাসা করেন, রমজানে নবিজীর সালাত কেমন হতো? তিনি উত্তরে বলেন, রসূলুল্লাহ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে এবং রমজানের বাইরে এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে চার রাকাআত পড়তেন, যার সৌন্দর্য

ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা না! এরপর আরও চার রাকাআত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা বলাবাহুল্য! সবশেষে তিন রাকাআত (বিতির) পড়তেন।"-(বুখারী)

আরেক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি কাইস থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে নবীজী বিতরে কত রাকাআত পড়তেন? তিনি উত্তরে বলেন, চার ও তিন, ছয় ও তিন, আট ও তিন, দশ ও তিন। তিনি বিতরে সাত রাকাআতের কম এবং তের রাকাআতের বেশি পড়তেন না।"-(আবু দাঊদ)

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাহাজ্জুদ সালাত চার রাকাআত পড়তেন, কখনও ছয় রাকাআত পড়তেন, কখনও আট রাকাআত পড়তেন, কখনও দশ রাকাআত পড়তেন। এর চেয়ে বেশি পড়া যাবে না এমন নয়।যেহেতু নফল সালাত, তাই যত বেশি পড়া যায় ততই সওয়াব।

যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে একান্তে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে চায়, তাদের জন্য রাতের সবচেয়ে মূল্যবান সময় হচ্ছে তাহাজ্জুদ। সালাফদের পরিবারগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় তাঁরা তাহাজ্জুদকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিয়েছিলেন । জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

অর্থ:-"রাতের বেলা এমন একটি সময় আছে, যে সময় একজন মুসলিম আল্লাহর কাছে উত্তম যা-ই চাইবে, আল্লাহ তাকে তা-ই দেবেন"।-(মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা কাউকে ভালবাসেন কি না, কিংবা কারও ওপর সন্তুষ্ট কি না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে—সে ব্যক্তি রাতের সালাত নিয়মিত আদায় করতে পারছে কি না। যদি কেউ নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করতে পারে, তবে নিশ্চিত যে — সেই ব্যক্তি আল্লাহর মর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেবল বিশেষ কিছু বান্দাকেই আল্লাহ অন্ধকার রাতের সেই মহামূল্যবান সময় তাঁর সান্নিধ্যে পার করার জন্য কবুল করেন। আল্লাহ শুধু তাদেরকেই এই সম্মান প্রদান করেন, যারা এই সম্মান পাবার যোগ্য। আল্লাহ ওই সময়ের জন্য কেন পছন্দ করলেন, এটা কি এজন্য যে, সে ব্যক্তি দেখতে কেমন কিংবা তার স্যুট ও টাই আছে অথবা মেয়েটি সুন্দর মেকআপ নিয়েছে? না, এর কোনোটিই নয়। বরং বান্দা আল্লাহর কতটা নৈকট্যশীল, এটা নির্ভর করে বান্দার পাপ ও আমলের ওপর। ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে মনে রাখা দরকার, কেউ যদি বিনয়, নম্রতা, আন্তরিকতা, ভয় ও নিষ্ঠার সাথে রাতে সুন্দরভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে সে আল্লাহর নির্বাচিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি কেউ আল্লাহর কালামে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ অনুভব করে, আল্লাহর বাণী দ্বারা নিজ অন্ধকার ঘরকে আলোকিত করে, তবে বুঝে নিতে হবে আল্লাহ তাঁর এই বান্দাকে ভালবাসেন। আর সে এর যোগ্য ছিল।

তাহিয়্যাতুল অজু সালাত

তাহিয়্যাতুল অজু সালাত হলো দুই রাকাআত, যা অযুর পরপরই আদায় করতে হয়।
উকবাহ ইবনে আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, আমার ওপর উট চড়ানোর দায়িত্ব ছিল। আমার পালা এলে আমি উট চড়িয়ে বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সাথে কথা বলছেন। তখন আমি তাঁর এ কথা শুনতে পেলাম -

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

অর্থ:-"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে অন্তর ও স্বীয় মুখমন্ডলকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়"।-(মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদিন ফজরের সালাতের পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন-

"يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة . قال : ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً، في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي"

অর্থ:-"হে বেলাল! মুসলমান হওয়ার পর তুমি কি এমন আমল করো যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণ কর? কেননা আজ রাতে জান্নাতে আমার আগে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। বেলাল (রাঃ) বললেন, মুসলিম হওয়ার পর আমি এমন কোন আমল করিনি যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হ'তে পারে। তবে আমি রাতে অথবা দিনে যখনই ওযূ করি তখনই সে ওযূ দ্বারা সালাত আদায় করি, যা আদায় করার তাওফীক আল্লাহ আমাকে দেন"।-(বুখারী)

তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত

মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাকআত নফল সালাত আদায় করতে হয়, যাকে 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' বলে।এ সালাত হলো দু রাকাআত।

হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

অর্থ:-"তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাকআত সালাত আদায় করার পূর্বে বসবে না'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকআত সালাত আদায় করে নেয়"।-(বুখারী)

এমনকি ইমামের জুম'আর খুৎবারত অবস্থায় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলেও সে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' দু'রাকআত সালাত আদায় না করে বসবে না। বরং সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাকআত

সালাত আদায় করেই বসবে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা দেওয়ার সময় বলেছেন-

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

অর্থ:-"তোমাদের কেউ জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা চলাকালে মসজিদে উপস্থিত হলে সে যেন সংক্ষেপে দু'রাকআত সালাত আদায় করে নেয়"।-(মুসলিম)

তবে যে সময় সালাত আদায় করা মাকরূহ ঐসব সময় ব্যতীত তা আদায় করা যাবে। সুতরাং আসর বা ফজরের পর বা ফজরের পূর্বে তা আদায় করা যাবে না। বরং তাসবীহ-তাহলিল তা দরূদ পাঠ করতে হবে। মসজিদে প্রবেশের পর যদি দেখা যায়; ফরজ সালাতে দাঁড়িয়ে গেছে এমতাবস্থায়ও তা আদায় করা যাবে না। কেউ যদি বারবার মসজিদে প্রবেশ করেন; তাহলে পুরো দিনে প্রথম বার সালাত আদায় করাই তার জন্য যথেষ্ঠ হবে।

সালাতুল ইশরাক

শুরূক্ব অর্থ সূর্য উদিত হওয়া। ইশরাক্ব অর্থ চমকিত হওয়া।

ফজরের সালাত পড়ার পর সেই স্থানেই বসে, জিকির আজকার, দুআ দরূদ, ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি করতে থাকা। দুনিয়াবী কোন কথা না বলা। এভাবে যখন সূর্য উদিত হয়ে যায়। এর বার থেকে পনের মিনিট পর যে দুই/চার রাকাআত সালাত পড়া হয় সেই সালাতকে ইশরাকের সালাত বলা হয়। তবে ফজর সালাত পড়ে দুনিয়াবী কাজে মগ্ন হয়ে গেলে সূর্য উদিত হবার পর যদি ইশরাক পড়া হয় তবুও শুদ্ধ হবে। তবে সওয়াব কিছুটা কম হবে।জীবনের গুনাহ মাফের অন্যতম বড় মাধ্যম হজ্জ ও ওমরাহ। তবে মক্কায় গিয়ে হজ্জ ও ওমরাহ করার সামর্থ্য সবার হয় না। কোন বান্দা যদি খালেছ নিয়তে ২ রাকআত সালাতুল ইশরাক আদায় করে তাহ'লে সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সমপরিমাণ ছওয়াব পেয়ে যায়। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍوَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

অর্থ:-"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাকাআত সালাত আদায় করে- তার জন্য একটি হাজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হাজ্জ ও উমরার সাওয়াব)"।-(তিরমিজি)

হযরত হাসান বিন আলী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত পড়ে, তারপর আল্লাহর জিকির করতে থাকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। তারপর দুই রাকাআত বা চার রাকাআত সালাত আদায় করে, তাহলে জাহান্নামের আগুণ তার চামড়া স্পর্শ করবে না" ।-(শিয়াবুল ঈমান লিলবায়হাকী)

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى .

অর্থ :-"প্রতি সকালে তোমাদের শরীরের প্রতি জোড়ার উপর সদকা ওয়াজিব হয়।সুবহানাল্লাহ বলা সদকা, আলহামদুলিল্লাহ বলা সদকা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলাসদকা, আল্লাহু আকবার বলা সদকা, সৎ কাজে আদেশ করা সদকা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখাও সদকা। আর দুই রাকাআত ইশরাক সালাত (সকলজোড়ার) সদকা আদায়ের পক্ষে যথেষ্ট"।-(সহীহ মুসলিম)

عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحى؟ قَالَتْ : أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُمَا شَاء

অর্থ:-"মুয়াযা (রা.) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশরাকের নফল সালাত কত রাকাআত আদায় করতেন? উম্মুল মুমিনীন বললেন, চার রাকাআত পড়তেন, (কখনো) বেশিও পড়তেন"।- (সহীহ মুসলিম)

عَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : ابْنَ آدَمَ أَرْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ. (حسن غريب) (ترمذى : صلاة الضحى(

অর্থ :-"হযরত আবু যর (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন- আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে আদমসন্তান! দিনের শুরুতে তুমি আমার জন্য চার রাকাআত সালাত আদায় কর, দিনের শেষ পর্যন্ত আমি তোমার যিম্মাদার হয়ে যাব"।-(জামে তিরমিযী)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ : لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ

অর্থ :-’’উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আট রাকাআত ইশরাক সালাত পড়তেন এবং বলতেন, 'যদি আমার পিতার পুনর্জীবনের প্রতিশ্রুতিও আমাকে দেওয়া হয়, তবুও আমি এ সালাত পরিত্যাগ করব না’’।-(মুয়াত্তা মালেক)

সালাতুদ্দুহা বা চাশতের সালাত

সূর্য এক বর্ষা পরিমাণ উর্ধ্বে উঠার পর যে সালাত আদায় করা হয়, তাকেই চাশতের সালাত বলে। আরবিতে বলে সালাতুদ্দুহা। এ সালাতের সময় শুরু হয় সূর্যোদয়ের পর এক বর্ষা পরিমাণ উর্ধ্বে উঠে গেলে। পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার সামান্য সময় পূর্ব পর্যন্ত এ সালাতের সময় থাকে।

আবূ যর (রাঃ) নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন-

يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك، ركعتان يركعهما من الضحى.

অর্থ:-"তোমাদের প্রত্যেকেই এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, তাকে তার প্রত্যেক জোড়াগুলোর পরিবর্তে সাদকাহ দেয়া লাগে। কাজেই প্রত্যেক বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা সাদকাহ হিসেবে বিবেচিত হয়, প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবর' বলা সাদকা হিসেবে গণ্য হয় এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করাও সাদকাহ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর এসবের মুকাবিলায় চাশতের দু'রাকআ'ত সালাতই হবে যথেষ্ট। “-(মুসলিম)

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে-

فِى الإِنْسَانِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ. قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِىَّ اللهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّىْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ

অর্থ :- “মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া রয়েছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হলো প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করে ছাদাক্বা করা। সাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বললেন, মসজিদে লেগে থাকা থুথু মুছে ফেলাও একটি ছাদাক্বা। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও একটি ছাদাক্বা। কিন্তু (তিনশ ষাট জোড়ার ছাদাক্বাহ দেবার মতো) কোন কিছু না পেলে তোমরা দুহার দু’রাকআত সালাত আদায় কর। এটিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে’’।-(আবু দাউদ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال أَوْصاني خليلي بثلاث لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وتر

অর্থ:-’’আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খলীল ও বন্ধু (নবী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়্যাত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করব না। (তা হলঃ) ১. প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন

করা ২. সালাতুয-যোহা (চাশত এর সালাত আদায় করা) ৩. বিত্র (সালাত) আদায় করে শয়ন করা" ।-(বুখারী)

গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী সালাতুদ্দুহা বা চাশতের চার রাকাআত তবে ফকীহদের কারও কারও নিকট চাশতের সালাত দু রাকাআত, ছয় রাকাআত এবং আট রাকাআত আদায় করা যায়। কেননা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ প্রমাণিত। তবে আট রাকাআত আদায় করা উত্তম।উম্মু হানী (রাঃ) বলেছেন-

إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودَ

অর্থ:-"নবী (রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)মক্কা বিজয়ের দিন (পূর্বাহ্নে) তাঁর ঘরে গিয়ে গোসল করেছেন; এবং আট রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। (তিনি বলেছেন) যে, আমি আর কখনো (তাঁর) অনুরূপ সংক্ষিপ্ত সালাত দেখিনি। তবে কিরাআত ছাড়া তিনি রুকু ও সিজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করেছিলেন" ।-(বুখারী)

সালাতুয যাওয়াল

সালাতুয যাওয়াল বা সূর্য ঢলে পড়ার সালাত। মূলতঃ ৪ রাক'আত বিশিষ্ট নফল সালাত। আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলার পর হতে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত ৪ রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন-

إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ،

অর্থ :-"এ সময় আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, এ সময় আমার কোন সৎকর্ম আল্লাহর দরবারে পৌঁছাক" ।-(তিরমিজি)

অন্য হাদীসে আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়লে ৪ রাকআত সালাত আদায় করতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনি সূর্য হেলে গেলে (গুরুত্বের সঙ্গে) ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করেন কেন? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সূর্য ঢলার পর আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং যোহর পর্যন্ত তা খোলা থাকে। আমি চাই এ সময় আমার কোন ভাল কাজ আকাশে পৌঁছাক। আমি বললাম, এর প্রতি রাকআতেই কি ক্বিরাআত পড়তে হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, ২ রাকআতের পর সালাম ফিরাতে হয় কি? তিনি বললেন, না" ।-(তিরমিজি)

একদল বিদ্বানের মতে এই সালাত ছিল যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত সালাত। তবে ইবনুল ক্বাইয়িম, ইরাক্বী ও মুবারকপুরী সহ কতিপয় বিদ্বানের মতে এটি স্বতন্ত্র সালাত, যাকে 'সালাতুয যাওয়াল' বা সূর্য ঢলে পড়ার সালাত বলা হয়। এটি যোহরের সালাতের পূর্বের চার

রাকআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ নয়।] অতএব আকাশের দরজা খুলে দেওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহর নিকট দো'আ কবুলের আশায় নফল সালাত হিসাবে এটি আদায় করা যায়।

আওয়াবীন

মাগরিবের ফরজ ও সুন্নাত পড়ার পর থেকে এশার সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত যে নফল সালাত পড়া হয়, সেটাকে আওয়াবীন সালাত বলা হয়। তবে কিছু হাদীসে চাশতের সালাতকেও আওয়াবীন সালাত বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য উলামাদের মতে চাশতের সালাত আলাদা আর আওয়াবীন সালাত স্বতন্ত্র।চাশতের সালাতের সময় হল, সূর্য উদিত হয়ে রোদ তীব্র হবার পর পড়া হয়। আর আওয়াবীন সালাত মাগরিবের ফরজের পর পড়া হয়। এ সালাত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে রাকাআত সংখ্যা নির্ধারিত নয়। ছয় রাকাআতের ফযীলত হাদীসে এসেছে। আবার এর চেয়ে কমবেশিও করা যাবে।

হযরত হুযাইফা রাঃ থেকে বর্ণিত-

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلعم الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءُ

অর্থ:-"তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মাগরিব সালাত আদায় করলেন। ফরজ শেষে তিনি নফল পড়তে লাগলেন এশা পর্যন্ত "।-(সহীহ ইবনে খিজাইমা)

আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا يَتَكَلَّمُ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً

অর্থ:-"যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ আদায় করে এবং যার মাঝে আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য কোন কথা বলে না, তাকে বারো বছরের ইবাদতের সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে"।-(সহীহ ইবনে খিজাইমা)

আযান ও ইক্বামতের মাঝে সালাত

প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মাঝে দু'রাকআত নফল সালাত রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ

অর্থ:-"প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে"।-(বুখারী)

আলী (রাঃ) বলেন-

كان رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

অর্থ:-"রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছরের (ফরজ সালাতের) পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন"।-(তিরমিজি)

অন্যত্র এসেছে-

كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

অর্থ:-"তিনি আছরের (ফরজ সালাতের) পূর্বে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন"।-(আবু দাউদ)

জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত আদায়ের পর ইমাম খুৎবার জন্য মিম্বরে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত সাধ্যমত নফল সালাত আদায় করা যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

অর্থ:-"যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর সালাতে আসল, অতঃপর সাধ্যমত (নফল) সালাত আদায় করল, অতঃপর ইমামের খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল, তারপর ইমামের সাথে (জুম'আর) সালাত আদায় করল, এতে তার দু'জুম'আর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়"।-(মুসলিম)

বিলাল রা. প্রত্যেক আযানের পর দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই দুই রাকাত সমর্থন করেছেন।

ইমাম তিরমিযি সহীহ সনদসহ বুরাইদা রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন-

তিনি বলেন-একদিন সকালে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলালকে ডাকলেন। তারপর বললেন, হে বিলাল!তুমি এমন কী আমল করেছো, যার ফলে আমার আগেই জান্নাতে চলে গিয়েছো? আমি যখনই জান্নাতেই প্রবেশ করেছি, আমার সামনে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি।

জবাবে বিলাল বললেন হে রসূলুল্লাহ! আমি যখনই আযান দিয়েছি, আযানের পর দুই রাকাত (নফল) নামাজ পড়েছি। তাছাড়া যখনই আমার অযু গিয়েছে, সাথে সাথে অযু করেছি এবং অযুর পর আল্লাহর জন্যে দুই রাকাত নামাজ পড়াকে আমার জন্যে কর্তব্য করে নিয়েছি। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠেন: হাঁ, এরি জন্যে।

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সালাত

আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেশে বা দেশের বাইরে অনেক সময় সফর করে থাকি। ব্যক্তিগত সফর, সাংগঠনিক সফর, হজ্জ সফর ইত্যাদি। সফর সুখের জায়গা নয়, বরং নানাবিধ ঝামেলা ও কষ্টের জায়গা । রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ, 'সফর আযাবের অংশ'।-(বুখারী)

সফর থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসা আল্লাহর বিশেষ রহমতের বহিঃপ্রকাশ। তাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে সাধারণতঃ প্রথমে মসজিদে দু'রাকআত নফল সালাত আদায় করে তারপর বাড়ীতে প্রবেশ করতেন। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত — "যখন নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরতেন, তখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামায আদায় করতেন"।-(বুখারী)

এই নামাজে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় যে তিনি নিরাপদে সফর শেষ করার তাওফিক দিয়েছেন।নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ম অনুসারে এটা আদায় করলে তাঁর সুন্নাহ পালন হয়।এতে ফেরার পর প্রশান্তি, বরকত ও নিরাপত্তা লাভ হয়।

ইস্তিখারার সালাত

নতুন কোনো কাজ শুরু করার আগে ইস্তেখারা করতে হয়। এ জন্য কল্যাণ কামনায় ইঙ্গিত পেতে ইস্তেখারা সালাত পড়া আবশ্যক। আরবি ইস্তেখারার অর্থ হলো- কল্যাণ প্রার্থনা করা বা এমন কিছু প্রার্থনা করা যাতে কল্যাণ রয়েছে। তাই কাজটি কল্যাণ হবে কিনা ইশারা-ইঙ্গিত পেতে ইস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাআত সালাত ও দোয়া পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বিশেষ প্রার্থনাই হলো ইস্তেখারা।

ইস্তেখারা করা সুন্নাত। প্রিয় নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুত্বসহকারে ইস্তেখারা করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে-

হজরত জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যেভাবে কুরআনের সুরা শেখাতেন; ঠিক সেভাবে (গুরুত্বের সঙ্গে) প্রতিটি কাজের আগে আমাদের ইস্তেখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) করার শিক্ষা দিতেন।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তায়মিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইস্তেখারা সম্পর্কে বলেন, 'ওই ব্যক্তি অনুতপ্ত হবে না; যে আল্লাহর কাছে ইস্তেখারা বা কল্যাণ কামনা করে, মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার উপর অটল-অবিচল থাকে।; কেননা আল্লাহ তাআলা পরামর্শের আলোকে কাজ করার কথা বলেছেন এভাবে-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

অর্থ:-"আর তুমি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে পরামর্শ কর। এরপর আল্লাহর উপর ভরসা করে (সিদ্ধান্তে অটল থাক)। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তার ওপর) ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন"।-(সুরা আল-ইমরান ১৫৯)

হজরত কাতাদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরে পরামর্শ করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সব চেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার তাওফিক দেন "।

ইসলামের নির্দেশনা হলো যে কোনো নতুন কাজ শুরু করার আগে ইস্তেখারা করে নেওয়া। আর কোনো করতে গিয়ে যদি কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়; তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ইস্তেখারা করার বিকল্প নেই। সুন্নাতের অনুসরণে ইস্তেখারা করলে মহান আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইঙ্গিত প্রদান করেন। তাই নতুন যে কোনো কাজ কিংবা কাজের সঠিক সিদ্ধান্ত পেতে ইস্তেখারা কীভাবে করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন স্বয়ং বিশ্বনবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । সুতরাং বিয়ে-শাদী, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বিদেশ-সফরের বিষয়ে ইস্তেখারা করতে হয়।

যেহেতু ইস্তেখারা করা সুন্নাত। আর ইস্তেখারা মানুষের জন্য অনেক কল্যাণের। সেহেতু ইস্তেখারা করার জন্য উত্তম হলো-

১. নামাজের শুরুতে ভালোভাবে ওজু করে নেওয়া।

২. ইস্তেখারার উদ্দেশ্যে দুই রাকাআত সালাত পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে সুরা ফাতেহার পরে যে কোন সুরা পড়া যায়।

৩. সালাতের সালাম ফেরানোর পর আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মর্যাদার কথা মনে করে একান্ত বিনয় ও আন্তরিকতার সঙ্গে দোয়া পড়া। হাদিসে এসেছে-

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরজ সালাত ছাড়া দুই রাকাআত সালাত আদায় করে নেয়। এরপর (এই) বলে (দোয়া করে)-

اللهمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، اللهم إن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسْرْهُ لِي، ثم بارك لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

(উল্লেখ্য যে, আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তালামু আন্না হাজাল আমরা (এখানে নিজের ইচ্ছা, কাজ বা পরিকল্পনার কথা বলা)

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি আপনার শক্তির সাহায্যে শক্তি ও আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা, আপনিই ক্ষমতাবান; আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি জ্ঞান রাখেন, আমার জ্ঞান নেই এবং আপনি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত।হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ (নিজের প্রয়োজনের নামোল্লেখ করবে অথবা মনে মনে স্মরণ করবে) আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য (কিংবা বলবে আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরিণামে) কল্যাণকর হলে, আপনি তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন। সেটা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং তাতে বরকত

দিন।হে আল্লাহ! আর যদি আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরিণামে (কিংবা বলবে, আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য) অকল্যাণকর হয়, তবে আপনি আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে দিন এবং সেটাকেও আমার থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আমার জন্য সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ নির্ধারণ করে রাখুন এবং আমাকে সেটার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিন"।-(বুখারী,তিরমিজি)

ছোট-বড় সব বিষয়ে ইস্তেখারা করার অভ্যাস গড়ে তোলা সুন্নাতি আমল। ইস্তেখারার বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ আপনাকে যে কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন তাতেই আপনার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই একান্ত মনোযোগ সহকারে স্থির চিত্তে এবং আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্বের কথা স্মরণ করে তার কাছে দোয়া করা । ইস্তেখারা তাড়াহুড়া না করা।

যেসব সময়ে সাধারণ নফল সালাত পড়া নিষিদ্ধ; সে সময়ে ইস্তেখারার সালাত পড়া থেকে বিরত থাকা।নারীদের ঋতুস্রাব (মাসিক) কিংবা সন্তান প্রসব জনিত রক্ত প্রবাহের (নেফাসের) সময় ইস্তেখারার সালাত পড়া থেকে বিরত থাকা। এ সময় নারীদের ইস্তেখারার প্রয়োজন হলে ভালোভাবে ওজু করে ইস্তেখারার নিয়তে শুধু দোয়া পড়া।ইস্তেখারার দোয়া মুখস্থ না থাকলে দেখে দেখে পড়া। তবে মুখস্থ পড়া ভালো।

ইস্তেখারা করার পর নির্ধারিত বিষয়ের ওপর স্বপ্ন দেখা আবশ্যক নয়। স্বপ্নের মাধ্যমেও সঠিক জিনিসটি যেমন জানার সুযোগ আছে আবার নির্ধারিত বিষয়টির প্রতি মনের ঝোঁক বা আগ্রহও ইস্তেখারা বা কল্যাণের ইঙ্গিত। কিন্তু অনেকে মনে করে, ইস্তেখারার জন্য ঘুমাতে হয় কিংবা রাত্রি বেলায় ঘুমানোর আগেই শুধু ইস্তেখারা করা যায়। আবার অনেকে মনে করে, স্বপ্নে কোনও কিছু দেখলেই ইস্তেখারা পূর্ণ হয়। কিন্তু আলেমদের মতে, এর কোনোটিই ইস্তেখারার জন্য জরুরি কোনো বিষয় নয়; বরং রাত-দিনের যে সময় সালাত পড়া যায় এবং দুই রাকাত সালাত পড়ে নির্দিষ্ট দোয়াটি পড়ে ইস্তেখারা করে নেওয়া যায়। -(আলমাদখাল, ইবনুল হাজ্জ, হায়াতুন হায়াওয়ান ৩/৩; আল কাউসার)

নির্ধারিত কাজের প্রতি মনের আগ্রহ বা ঝোঁক বেড়ে গেলেও ইস্তেখারার ইঙ্গিত হিসেবে মেনে নিয়ে পরামর্শের আলোকে দৃঢ়ভাবে কাজে এগিয়ে যাওয়া উচিত। ইস্তেখারার নিয়তে সালাত পড়ার পর হাদিসে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী দোয়া পড়া। তাতে কোনো শব্দ বাড়ানো বা কমানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা। সালাত ও দোয়া পাশাপাশি কাঙ্খিত বিষয়টি নিয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করা উত্তম।যা কাজ তাকেই ইস্তেখারার সালাত ও দোয়া পড়তে হবে। একজনের পক্ষে অন্যজন ইস্তেখারার সালাত সহিহ হবে না।

সালাতুত তাওবাহ

আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ দুই প্রবণতাই সুপ্ত রেখেছেন। অতঃপর মানুষের জন্য ভালো ও মন্দ দুই পথ চিহ্নিত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ তার কর্মের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে— কে আল্লাহর সন্তুষ্টিকামী, আর কে প্রবৃত্তির অনুসারী।

নবীগণ ছাড়া অন্য সকল মানুষেরই কিছু না কিছু গুনাহ হয়ে যায়। তবে মুমিন এ কারণে হতাশ হয় না; বরং আপন কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে এবং গুনাহ থেকে পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করে।

তাওবা অর্থ হল কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং আগামীতে না করার সংকল্প করা।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থ:-"আপনি আমার ওই বান্দাদের বলে দিন, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করবেন। নিঃসন্দেহে তিনিই হলেন পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু"।-(সূরা যুমার ৫৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে -

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

অর্থ:-"আমি অতি ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে সৎকর্ম করে এবং সৎপথে অবিচলিত থাকে"।-(সূরা তহা ৮২)

ইসলামে তাওবার পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। তাওবার জন্য কোনো মাধ্যম গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। খৃষ্টধর্মে যেমন রয়েছে— পাদ্রীর সম্মুখে পাপ স্বীকার করে ক্ষমাপত্রে দস্তখত করার আগ পর্যন্ত পাপের কালিমা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না— এমন কোনো ধারণা ও নিয়ম ইসলামে নেই। বরং তাওবার উদ্দেশ্যে দু' রাকাআত সালাত পড়া যায়।

মুমিন বান্দার কোন ভুল বা পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। তখন সে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বিশেষভাবে যে নফল সালাত আদায় করে, তাকে সালাতুত তাওবাহ বলা হয়।আবুবকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে-

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّى ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ

অর্থ:-"কোন লোক যদি গুনাহ করে। অতঃপর উঠে দাঁড়ায় ও পবিত্রতা অর্জন করে এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করে। অতঃপর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন"।-(তিরমিজি)

অতপর রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন -

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِم س وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا الله تف وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنمر خَلِدِينَ فِيهَا ، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ

অর্থ :-"যারা কখনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে, কিংবা কোনো গুনাহের কাজ করে নিজেদের প্রতি যুলম করে বসলে সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ করে, অতপর কৃত পাপের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে-কারণ আল্লাহ ছাড়া কে আছে গুনাহ মাফ করবার?- এবং জেনে বুঝে নিজেদের এই কৃতকর্মের উপর জোর দেয়না, এসব লোকদের জন্যে তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে ক্ষমা আর জান্নাত, সেই জান্নাত যার পাদদেশ ঝর্ণাধারা সমূহ প্রবহমান, আর চিরকাল তারা থাকবে সেখানে"।-(সুরা ইমরান ১৩৫-১৩৬)

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

অর্থ:-"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন"।-(সূরা বাকারা ২২২)

তওবার জন্য নিম্নের দো'আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করতে হবে।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

অর্থ:-"আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহর নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক এবং তাঁর দিকেই আমি ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি"।-(তিরমিজি)

সালাতুত তাওবাহ হলো এমন এক দান, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেন। একজন মুমিনের উচিত, যখনই কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তখনই আন্তরিক তাওবা করা এবং এই নামায আদায় করা।

সালাতুল হাজত

মানুষ তার জীবনযাত্রায় এমন অনেক প্রয়োজন ও সমস্যার মুখোমুখি হয়, যে প্রয়োজনগুলো পূরণ করা কিংবা যে সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি লাভ করা সীমাবদ্ধ শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা সম্ভব নয়। মানুষকে তখন এমন এক স্বত্তার শরণাপন্ন হতে হয় যার কাছে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয় এবং যার শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। বলাবাহুল্য, সেই একমাত্র স্বত্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ ছাড়া আর সবাইকেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যে নিজেই সমস্যাগ্রস্ত সে অন্যকে সমস্যা থেকে মুক্তি দিবে কীভাবে? এজন্যই যে ভ্রান্ত বিশ্বাসী আল্লাহর স্মরণ নেওয়ার পরিবর্তে মাখলুকের দরবারে মাথা কুটে বেড়ায় সে শুধু নিজের স্বত্তাকেই অপমান করে না, বরবাদ করে তার আখিরাতকেও।

আর দুনিয়াতে তার ভাগ্যে ততটুকুই জোটে যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন। তাই মনে রাখতে হবে যে, দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

ঈমানদারগণ একমাত্র আল্লাহকেই তাদের প্রয়োজন পূরণকারী ও সমস্যার সমাধানকারী বলে বিশ্বাস করেন। তারা যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন তখন আল্লাহরই সাহায্য কামনা করেন। এই সাহায্য কামনার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, খুশু খুযুর সঙ্গে দুই রাকাআত সালাত আদায় করা এবং আশা ও বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর কাছে দুআ করা। ইনশাআল্লাহ তার আশা আল্লাহ পূরণ করবেন।

নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত যেকোনো সময়, যেকোনো পবিত্র স্থানে,একবার কিংবা বারবার এই সালাত পড়া যায়। সারা জীবন ধরেও এই সালাত পড়ার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া করতে পারি।

সালাতুল হাজত সালাতের দোয়া আল্লাহর কাছে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনাকে আরও জোরালো করে তোলে। দোয়ায় মনের কথা স্পষ্টভাবে, বিনীতভাবে এবং আন্তরিকতার সাথে জানালে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন।

সালাত অর্থ হচ্ছে নামাজ এবং হাজত অর্থ হচ্ছে প্রয়োজন।যখন কোনো ব্যক্তি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সফলতা, বিপদমুক্তি, ঋণমুক্তি, চাকরি, বিবাহ, অসুস্থতা থেকে মুক্তি বা অন্য কোনো প্রয়োজনের জন্য আল্লাহর সাহায্য চায়, তখন সালতুল হাজত নামাজ আদায় করা হয়। কেনো মানুষের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দিলে তখন তার জন্য এ সালাত পড়া মুস্তাহাব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم

অর্থ:-”"যে ব্যক্তির আল্লাহর নিকট কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে, বা কোনো মানুষ সম্পর্কিত কোনো প্রয়োজন দেখা দিবে, সে যেন উত্তম রূপে অজু করে, অতঃপর দু' রাকাআত সালাত পড়ে। সালাতের পর আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা এবং নবী সাঃ এর ওপর দুরুদ পাঠ পূর্বক নিম্নোক্ত দু'আকে যেন সে পড়ে নেয়”।

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

-(তিরমিজি)

সালাতুত তাসবীহ

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আব্বাস ইবনে আ. মুত্তালিবকে বলেছেন -

يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ, "أَلا أُعْطِيكَ, أَلا أَمْنَحُكَ, أَلا أَحْبُوكَ, أَلا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ, غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ, وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ, وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ, وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ, وَسِرَّهُ وَعَلانِيَتَهُ, عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ, تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ, فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ, قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً, ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا, ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا, ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا, ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا, ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا, ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا, فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ, تَفْعَلُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ, إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً

"হে চাচা! আমি কি আপনাকে দেব না? আমি কি আপনাকে প্রদান করব না? আমি কি আপনার নিকটে আসব না? আমি কি আপনার জন্য দশটি সৎ গুণের বর্ণনা করব না যা করলে আল্লাহ তাআলা আপনার আগের ও পিছনের, নতুন ও পুরাতন, ইচ্ছায় ও ভুলবশত কৃত, ছোট ও বড়, গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন? আর সে দশটি সৎ গুন হলো: আপনি চার রাকাআত সালাত পড়বেন। প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। প্রথম রাকাআতে যখন কিরাআত পড়া শেষ করবেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার বলবেন:

بْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

(সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার)

এরপর রুকুতে যাবেন এবং রুকু অবস্থায় (উক্ত দুআটি) ১০ বার পড়বেন। এরপর রুকু থেকে মাথা ওঠাবেন এবং ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদায় যাবেন। সিজদারত অবস্থায় ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন অতঃপর ১০ বার পড়বেন। এরপর আবার সিজদায় যাবেন এবং সিজদারত অবস্থায় ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদা থেকে মাথা ওঠাবেন এবং ১০ বার পড়বেন। এ হলো প্রতি রাকাআতে ৭৫ বার। আপনি চার রাকাআতেই অনুরূপ করবেন। যদি আপনি প্রতিদিন আমল করতে পারেন, তবে তা করুন। আর যদি না পারেন, তবে প্রতি জুমআ'য় একবার। যদি প্রতি জুমআ'য় না করেন তবে প্রতি মাসে একবার। আর যদি তাও না করেন তবে জীবনে একবার"।-(আবু দাউদ)

দ্বিতীয় রাকাআতে তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসবে তখন আগে উক্ত তাসবীহ ১০ বার পড়বে তারপর তাশাহহুদ পড়বে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকাআতের জন্য উঠবে। অতঃপর তৃতীয় রাকাআত ও চতুর্থ রাকাআতেও উক্ত নিয়মে উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। কোন এক স্থানে উক্ত তাসবীহ পড়তে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে বা ভুলে নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম পড়লে পরবর্তী যে রুকনেই স্মরণ আসুক সেখানে তথাকার সংখ্যার সাথে এই ভুলে যাওয়া সংখ্যাগুলোও আদায় করে নিবে। আর এই সালাতে কোন কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলে সেই সিজদা এবং তার মধ্যকার বৈঠকে উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে না। তাসবীহের সংখ্যা স্মরণ রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণনা করা যাবে না, তবে আঙ্গুল চেপে স্মরণ রাখা যেতে পারে।

কুসুফ (সূর্যগ্রহন) ও খুসুফ (চন্দ্রগ্রহন) এর সালাত

কুসুফ হলো সূর্যের আলো সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

খুসুফ হলো চাঁদের আলো সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এই বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, নভোমণ্ডলের সকল কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হচ্ছে আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা আজ যেভাবে চন্দ্র-সূর্যকে সাময়িকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন তেমনি যখন ইচ্ছা চিরদিনের জন্যও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিতে পারেন এবং যেমনিভাবে এই গ্রহণগ্রস্ত করা বা গ্রহণমুক্ত করার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া কারও হাত নেই তদ্রূপ এই গোটা জগতও একমাত্র তিনিই পরিচালনা করছেন। এজন্য একমাত্র তাঁকেই ডাকতে হবে, তাঁকেই ভয় করতে হবে এবং তাঁরই অনুগত থাকতে হবে।

আল্লাহমুখিতা শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে বিভিন্ন কুসংস্কার ও অলীক ধারণা পরিহার করার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এই চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ কারও জন্ম-মৃত্যু কিংবা কোনো আনন্দ-বেদনাকে উপলক্ষ করে সংঘটিত হয় না, তা সংঘটিত হয় আল্লাহ তাআলার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার অধীনে।

সৃষ্টি-জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণু যেমন তাঁর আদেশে নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে তেমনি তিনি ইচ্ছা করলে এই নিয়মের মধ্যে পরিবর্তনও ঘটাতে পারেন। যেমন কারও দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেল, কারও গর্ভপাত ঘটল, কেউ কোনো দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হল ইত্যাদি। তদ্রূপ যাকে ইচ্ছা এই পরিবর্তন থেকে মুক্তও রাখতে পারেন।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সময় করণীয় হচ্ছে, এ সময় আল্লাহ-অভিমুখী হওয়া। দুই রাকাআত সালাত পড়া এবং চন্দ্র-সূর্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা।

এ দুটি আল্লাহ তাআলারই নিদর্শন, যার দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান, যাতে তারা পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে যায়। হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-''নিশ্চয় সূর্য ও চাঁদ কারও মৃত্যু অথবা জীবিত থাকার কারণে আলোহীন হয় না। এ দুটো বরং আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন, যার দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ভয় দেখান। অতঃপর যখন এ দুটোয় গ্রহণ লাগে তোমরা তখন সালাতের দিকে দ্রুত আগাও''।- (আবু দাউদ)

আবূ মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا

অর্থ:-''নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং সালাত আদায় করবে''।-(মুসলিম)

হযরত কবীসা (রা.) বলেন—

كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ إِذْ ذَاكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَهُمَا

অর্থ :-''রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় চাদর টেনে টেনে দ্রুত বের হলেন এবং দুই রাকাআত দীর্ঘ সালাত আদায় করলেন''।-(সুনানে নাসায়ী)

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা.) বলেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا

অর্থ:-"নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন চন্দ্র বা সূর্যে গ্রহণ লাগে তখন তোমরা কিছুক্ষণ আগের সালাতের (ফজরের সালাত) দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে''।- (সুনানে নাসায়ী)

কুসুফের সালাত জামাতের সাথে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কিন্তু যদি কেউ একাকী পড়তে চায় তবে তাও শুদ্ধ হবে। কিয়াম, রুকু ও সিজদা সবকিছুই দীর্ঘায়িত করে সালাত পড়বে। তবে যদি গ্রহণ চলে যায় তা হলে দ্রুত শেষ করে দেবে।সালাতের পর ওয়াজ-নসীহত করবে।

আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার কথা মানুষকে স্মরণ করাবে। কুসুফের হিকমত বর্ণনা করবে। ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি মানুষদেরকে উৎসাহ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার আহবান জানাবে।বেশি বেশি দুআ, মিনতি, ইস্তিগফার ও দান-খয়রাত ও অন্যান্য ভালো কাজ করবে, যাতে আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর থেকে বালা-মুসিবত উঠিয়ে নেন।

কুসুফের ক্ষেত্রে দুআ করার সময় হাত উঠানো বৈধ। হজরত আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় এক সময় তীর নিক্ষেপ করছিলাম। হঠাৎ দেখি সূর্যগ্রহণ লেগেছে। আমি তীরগুলো নিক্ষেপ করলাম এবং বললাম, আজ সূর্যগ্রহণে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থান লক্ষ্য করব। অতঃপর আমি তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তিনি তখন দুই হাত তুলে দোয়া করছিলেন এবং তিনি 'আল্লাহু আকবার', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলছিলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য প্রকাশ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দুইটি সুরা পড়লেন এবং দুই রাকাআত সালাত আদায় করলেন"।-(মুসলিম)

চন্দ্রগ্রহণ চলাকালে দুই রাকাত সালাত আদায় করা সুন্নত। ইসলামের পরিভাষায় এটিকে 'সালাতুল খুসুফ' বলা হয়।

এ নামাজ একাকী আদায় করাই সুন্নত। সূর্যগ্রহণের চলাকালে দুই রাকাত সালাত আদায় করা সুন্নত। ইসলামের পরিভাষায় এটিকে 'সালাতুল কুসুফ' বলা হয়।জামাতে কুসুফ আদায় করার নিয়ম থাকলেও চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে তা সুন্নত নয়। কারণ নফলের ক্ষেত্রে জামাতে সালাত আদায় করার বিষয়টি প্রমাণিত না হলে জামাত ছাড়া আদায় করাই নিয়ম। তাই চন্দ্রগ্রহণের সময় সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে সমবেত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

যারা চন্দ্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করবেন, তারা নিজ নিজ বাসায় ফজরের সালাতের মতোই দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করবেন।ইচ্ছা করলে চার রাকাত বা এর চেয়ে বেশিও পড়া যাবে, তবে প্রত্যেক দুই বা চার রাকাত পরপর সালাম ফেরাতে হবে।

কুসুফ ও খুসুফ সালাতের সময় হলো সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ শুরু হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত। মুসল্লী তার সালাত পূর্ণ করে নেবে যদিও সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আর যদি সালাত পড়ে শেষ করা হয়, কিন্তু সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ বলবৎ থাকে তাহলে আবার সালাত আদায়ের প্রয়োজন নেই বরং দুআ ও ইস্তিগফারে লিপ্ত থাকলেই চলবে।

কুসুফ ও খুসুফ সালাত দুই রাকাআত করে আদায় করতে হয়। এই সালাতের আযান-ইকামাত নেই। যদি সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ লাগে, তা হলে আস্সালাতু জামেয়া অর্থাৎ একত্রে সালাত আদায় হবে বলে সালাতের জন্য ডাক দিতে হবে। মানুষ যখন জমায়েত হবে তখন ইমাম তাদের নিয়ে দীর্ঘ কিরাতে সালাত পড়া সুন্নাত।

নিষিদ্ধ সময়েও কুসুফের সালাত আদায় করা শুদ্ধ হবে। অন্য কারও খবরের ওপর ভিত্তি করে কুসুফ ও খুসুফের সালাতে রত হওয়া শরীয়তসিদ্ধ নয়। বরং নিজেদেরকে স্বচক্ষে তা দেখে নিতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান যদিও কুসুফ ও খুসুফ সংঘটিত হওয়ার কারণ আবিষ্কার করতে পেরেছে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে কুসুফ ও খুসুফ আল্লাহর নিদর্শন নয় যা দিয়ে তিনি বান্দাদেরকে ভয় দেখান। অতএব সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণকালে মুসলমানের উচিৎ ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতিতে ব্যস্ত হওয়া। টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহণ প্রক্রিয়া দেখার জন্য মেতে উঠা সমীচীন নয়।

সালাতুল ইস্তিস্কা

ইস্তিস্কা' আরবী শব্দ। এর অর্থ হল আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা।

বৃষ্টি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিয়ামত। যখন লোকেরা গুনাহ করতে থাকে তখন কখনো এর শাস্তি স্বরূপ খরা ও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। ফলে সে অঞ্চলের চাষাবাদ, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ শাস্তি এজন্য আসে, যাতে মানুষ নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়ে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গিকার করে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। তাহলে আল্লাহ অবশ্যই রহমতের বৃষ্টি প্রেরণ করবেন।

শারঈ পরিভাষায় ব্যাপক খরা ও অনাবৃষ্টির সময় বিশেষ পদ্ধতিতে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে পানি প্রার্থনা করাকে 'সালাতুল ইস্তিস্কা' বলা হয়। ৬ষ্ঠ হিজরীর রামাযান মাসে সর্বপ্রথম মদ্বীনায় ইস্তিস্কার সালাতের প্রবর্তন হয়। (মির'আত)

মলিন ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে চাদর গায়ে দিয়ে বিনয়-নম্র চিত্তে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হবে। সাথে ইমামের জন্য মিম্বর নিতে পারবে। অতঃপর নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বনে ইস্তিস্কার সালাত আদায় করবে।

ঈদের সালাতের ন্যায় আযান ও ইক্বামত ছাড়াই প্রথমে জামা'আত সহ দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে। (আবুদাউদ)

ইমাম সরবে ক্বিরাআত করবেন। প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা গাশিয়াহ কিংবা অন্য যে কোন সূরা পড়বেন। অতঃপর সালাত শেষে ইমাম মিম্বরে বসে বা দাঁড়িয়ে অথবা মিম্বর ছাড়াই মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহু আকবর, আলহামদু লিল্লাহি রবিবল 'আলামীন ওয়াছ সালাতু ওয়াসসালামু 'আলা রাসূলিহিল কারীম' বলে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ শেষে মুছল্লীদের প্রতি ইস্তিসকার গুরুত্ব সম্পর্কে ইমান বর্ধক উপদেশসহ সংক্ষিপ্ত খুৎবা দিবেন।- (বুখারী)

অতঃপর ইমাম ও মুক্তাদী সকলে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে স্ব স্ব চাদর উল্টাবে। অর্থাৎ চাদরের নীচের অংশ উপরের দিকে উল্টে নিবেন এবং চাদরের ডান পাশ বাম কাঁধে ও বাম পাশ ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর দু'হাত উপুড় অবস্থায় সোজাভাবে চেহারা বরাবর উঁচু রাখবে, যেন বগল খুলে যায়। (মিশকাত-১৫০৪)

অতঃপর নিম্নের দো'আ সমূহ পাঠ করবেন-

الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لا إِلهَ إِلا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَ بَلَاغًا إِلَى حِينٍ

অর্থ:-"সকল প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য। যিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। যিনি বিচার দিবসের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই-ই করেন। হে প্রভু! আপনি আল্লাহ। আপনি ব্যতীত কোন উপাসনা নেই। আপনি মুখাপেক্ষীহীন ও আমরা সবাই মুখাপেক্ষী। আমাদের উপরে আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করুন! যে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তা যেন আমাদের জন্য শক্তির কারণ হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ লাভে সহায়ক হয়"।- (আবুদাউদ, মিশকাত)

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

অর্থ:-"হে আল্লাহ! আপনি পান করান আপনার বান্দাদেরকে ও জীবজন্তু সমূহকে এবং আপনার রহমত ছড়িয়ে দিন ও আপনার মৃত জনপদকে পুনর্জীবিত করুন"।- (আবুদাউদ, মিশকাত)

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيئًا مَّرِيعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٌ عَاجِلا غَيْرَ آجِلٍ

অর্থ:-"হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন, যা চাহিদা পূরণকারী, পিপাসা নিবারণকারী ও শস্য উৎপাদনকারী। যা ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী এবং যা দেরীতে নয় বরং দ্রুত আগমনকারী"।-(আবুদাউদ, মিশকাত)

এই সময় বৃষ্টি দেখলে বলবে, اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا (হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন)। (বুখারী)

বৃষ্টিতে চাদর ভিজিয়ে আল্লাহর বিশেষ রহমত মনে করে আগ্রহের সাথে তা বরণ করে নিতে হবে। চাদর উল্টানোর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যেন খরা উল্টে গিয়ে বৃষ্টিপাত হয়। এছাড়াও রয়েছে রাজাধিরাজ আল্লাহর সামনে বান্দার পরিবর্তিত অসহায় অবস্থার ইঙ্গিত। দাঁড়িয়ে দু'হাত উপুড় ও সোজাভাবে ধরে রাখার মধ্যে রয়েছে পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ ও একান্তভাবে আত্মনিবেদনের ইঙ্গিত। ময়দানে বেরিয়ে একত্রিত হয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার মধ্যে রয়েছে একই বিষয়ে হাজারো বান্দার ঐকান্তিক প্রার্থনার গুরুত্ববহ ইঙ্গিত।

হযরত আব্বাদ ইবনে তামিম তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (مسلم : صلاة الإستسقاء)

অর্থ:"নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ময়দানে আসলেন (এটি মসজিদ থেকে এক হাজার ফুট দূরে অবস্থিত একটি খোলা ময়দান) এবং বৃষ্টির জন্য দুআ করলেন। তিনি কিবলামুখী হলেন, পরিহিত চাদরের পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন এবং দুই রাকাআত সালাত আদায় করলেন"।- (সহীহ মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন-

خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، وصلى بنا رِكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا ، وَدَعَا اللَّهَ، وَحَولَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدائه، فَجَعَلَ الأَيْمَنَ على الأبد الأيسر، والأيسر عَلَى الْأَيْمَنِ. (ابن ماجه : ما جاء في صلاة الإستسقاء)

অর্থ:-"নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিস্কার সালাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং আযান-ইকামত ছাড়া জামাতের সঙ্গে দুই রাকাআত সালাত পড়ালেন। এরপর আমাদেরকে উপদেশ দিলেন। উপদেশের সঙ্গে ছিল দুআ।এরপর কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দুআ করলেন। দুআ শেষে পরিহিত চাদরের পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন। চাদরের ডান দিক বাম কাঁধে এবং বাম দিকডান কাঁধে রাখলেন"।-(সুনানে ইবনে মাজা)

জুমআর খুতবার মাঝেও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দুআ করেছেন।

এক হাদীসে এসেছে যে, "নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। এক বেদুঈন এসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই বৃষ্টির জন্য দুআ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয় এবং অবিরাম এক সপ্তাহ বৃষ্টি হতে থাকে। পরবর্তী জুমআয় যখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর কাছে দুআ চাওয়া হয় বৃষ্টি বন্ধের। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেন- ইয়া আল্লাহ! আমাদের চারপার্শ্বে বৃষ্টি দিন, আর আমাদের উপর থেকে বৃষ্টি সরিয়ে দিন। টিলা-পাহাড়, নদী-নালা এবং বৃক্ষের গোড়ায় বৃষ্টি দিন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, জুমআর পর আমরা চলতে থাকি রৌদ্রালোকিত পথে।"-(সহীহ বুখারী)

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল সালাত

প্রাক-ইসলামী যুগে যখন চরম উচ্ছৃঙ্খলতা, পাপাচার, দুরাচার, ব্যাভিচার, মিথ্যা, হত্যা, লুণ্ঠন, মদ্যপান, জুয়ায় ভরপুর ছিল। অন্যায়-অপরাধ, দ্বন্ধ-সংঘাত, সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, নৈরাশ্য আর হাহাকার বিরাজ করছিল ঠিক এমন সময় মানবতার মুক্তির দিশারী সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জাহানের হিদায়েতের জন্য আবির্ভূত হলেন। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন বিশ্ব মানতার জন্য আল্লাহর এক অনন্য রহমত স্বরুপ প্রেরিত। মহান বিশ্ব পরিচালক ঘোষণা করেনছেন-

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ

অর্থ :-’’আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি’’।-(সূরা আম্বিয়া)

নবী করিম মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল এবং তাঁর জীবনই ইসলামী জীবনের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত।

রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরই নাযিল করা হয় আল কুরআন। মিরাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়। মুসলমানদের জন্য প্রতিদিন অবশ্যকরণীয় একটি ধর্মীয় কাজ সালাত। ফরয ব্যতীত বাকী সকল সালাতই নফল সালাত। ইবাদতের উদ্দেশ্য কেবল বাহ্যিক রীতিনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর মূল লক্ষ্য হলো আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করা।

নফল সালাত সেই ইবাদতগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা মানুষকে অন্তর থেকে বদলে দেয়। এটি বান্দাকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে, মনকে প্রশান্ত করে এবং আত্মিকভাবে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেয়।বিচারের মাঠে নফল ইবাদত দিয়েই ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করা হবে।নফল সালাতের গুরুত্ব বোঝার ক্ষেত্রে নবী করিম মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর জীবনই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তাঁর জীবনের প্রতিটি পরতে সালাত যিকর ও আল্লাহর স্মরণ ছিল অনন্য। তিনি ফরজ সালাতের বাইরে অসংখ্য নফল সালাত নিয়মিত আদায় করতেন এবং সাহাবীদেরও তা করতে উৎসাহিত করতেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগে পরের সব গুনাহ্ই আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। তাই তাঁকে এ সালাত পড়তে বলা হয়েছে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্যে। আর তাঁর উম্মতের জন্যে এ সালাত গুনাহ্ থেকে মুক্তির উপায়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নফল সালাতগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব ও ফজিলতপূর্ণ ছিল। তিনি ফরজ সালাতের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন নফল সালাত আদায় করতেন — যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতেন এবং উম্মতকেও তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিচে নবিজী ﷺ এর প্রধান নফল সালাতসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো —

★আল্লাহ তাআলা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে মানবজাতির হিদায়াতের গুরুদায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। এ কারণেই মহান আল্লাহ তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনুল কারীমে তাহাজ্জুদের আদেশ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন -

يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا

অর্থ:-"'হে বস্ত্রাবৃত! কিছু সময় ব্যতীত রাত জেগে থাকো; রাতের অর্ধেক অথবা এরচেয়েও একটু কম "।-(সূরা মুযযাম্মিল)

কিছু আয়াত পরে আল্লাহ ﷺ আরও বলছেন,

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

অর্থ :-"প্রকৃতপক্ষে রাতের বেলা জেগে-ওঠা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশি কার্যকর এবং যথাযথভাবে কুরআন পড়ার জন্য উপযুক্ত সময়"।-(সূরা মুযযাম্মিল)

সূরা মুযযাম্মিল এর প্রথম ১৯টি আয়াত একত্রে নাযিল হয় এবং সর্বশেষ ২০ নং আয়াতটি এক বছর পর নাযিল হয়। এই এক বছর সকল মুসলিমের জন্য তাহাজ্জুদের সালাত ফরজ ছিল। এক বছর পর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত সকলের জন্য তা নফল করে দেওয়া হয় এবং রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য তা বাধ্যতামূলক রেখে দেওয়া হয়। ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের জান-মালের ঝুঁকি এবং অত্যাচার-নির্যাতনের মুখে ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য দরকার ছিল ঈমানী প্রশিক্ষণ। এজন্যই প্রতিদিন রাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করা এবং আল্লাহর দরবারে সকাতর প্রার্থনা ছিল ঐ এক বছরের জন্য মুসলিমদের প্রধান প্রশিক্ষণ। এক বছর পর এই প্রশিক্ষণ শিথিল করে দেওয়া হয় তবে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য তা জারি থাকে। কারণ, দাওয়াত ও জিহাদের বিপদসঙ্কুল পথের নেতৃত্ব তাঁর দায়িত্বেই ন্যস্ত ছিল। তাঁর প্রশিক্ষণ দরকার ছিল জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাই তাঁর ওপর তাহাজ্জুদ ফরজ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে প্রস্তুত করেছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই তাহাজ্জুদ তাঁর ওপর ফরজ ছিল। যে-কোনো কাজ ও পরিস্থিতিতে সফলতা অর্জনের জন্য রাতে আল্লাহর সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সফলতা অর্জন জরুরি।

হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাহাজ্জুদ সালাত চার রাকাআত পড়তেন, কখনও ছয় রাকাআত পড়তেন, কখনও আট রাকাআত পড়তেন,কখনও দশ রাকাআত পড়তেন। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি কাইস থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে নবীজী বিতরে কত রাকাআত পড়তেন? তিনি উত্তরে বলেন, চার ও তিন, ছয় ও তিন, আট ও তিন, দশ ও তিন। তিনি বিতরে সাত রাকাআতের কম এবং তের রাকাআতের বেশি পড়তেন না।"-(আবু দাউদ)

★নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর সূর্য ওঠা পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকর করতেন, তারপর ইশরাক সালাত পড়তেন। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍوَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ
অর্থ:-"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাকাআত সালাত আদায় করে- তার জন্য একটি হাজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হাজ্জ ও উমরার সাওয়াব)"।-(তিরমিজি)

★সকালে সূর্য উঠে আলোকময় হয়ে যাবার পর থেকে সূর্য মাথার উপর আসা পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়টাকে দোহা বা চাশত বলা হয়। এ সময় কখনো কখনো রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু নফল সালাত পড়েছেন এবং সাহাবীগণকে পড়তে উৎসাহিত করেছেন। তিনি এ সালাত কখনো দুই রাকাত, কখনো চার রাকাত, কখনো ছ'রাকাত এবং কখনো আট রাকাত পড়েছেন।

তবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় পড়েছেন এবং পড়তে উৎসাহিত করেছেন বলে যেমন হাদিসে আছে, তেমনি এ সময় তিনি সালাত পড়েন নাই বলেও হাদিসে আছে।

সহীহ্ বুখারিতে আয়েশা রা. থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন -আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশতে সালাত পড়তে দেখিনি, তবে আমি এ (সময়) সালাত পড়ি।

সহীহ্ বুখারিতে মুরিক আল আজলি থেকে বর্ণিত হয়েছে-তিনি বলেন আমি ইবনে উমর রা.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি চাশতে সালাত পড়েন?-তিনি জবাব দেন- না। অতপর আমি জিজ্ঞাসা করি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পড়তেন? তিনি বললেন -না, তিনিও পড়তেন না।"

ইমাম বুখারি ইবনে আবি লায়লা থেকেও একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদিসে ইবনে আবি লায়লা বলেন- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতে সালাত পড়েছেন বলে কেউ আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তবে কেবলমাত্র উম্মে হানি বলেছেন-মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে এসে গোসল করেন, তারপর আট রাকাত সালাত আমি তাকে এতো সংক্ষেপ সালাত পড়তে আর কখনো দেখিনি। তবে রুকূ সাজদা পূর্ণভাবেই আদায় করেন। এ সময়টা ছিলো দোহা (অর্থাৎ-চাশত)-এর সময়।

★আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলার পর হ’তে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত ৪ রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন-

إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ،

অর্থ :-”এ সময় আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, এ সময় আমার কোন সৎকর্ম আল্লাহর দরবারে পৌঁছাক” ।-(তিরমিজি)

অন্য হাদীসে আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, “নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়লে ৪ রাকআত সালাত আদায় করতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনি সূর্য হেলে গেলে (গুরুত্বের সঙ্গে) ৪ রাক‘আত সালাত আদায় করেন কেন? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সূর্য ঢলার পর আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং যোহর পর্যন্ত তা খোলা থাকে। আমি চাই এ সময় আমার কোন ভাল কাজ আকাশে পৌঁছাক। আমি বললাম, এর প্রতি রাকআতেই কি ক্বিরাআত পড়তে হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, ২ রাকআতের পর সালাম ফিরাতে হয় কি? তিনি বললেন, না” ।-(তিরমিজি)

★রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে সাধারণতঃ প্রথমে মসজিদে দু’রাকআত নফল সালাত আদায় করে তারপর বাড়ীতে প্রবেশ করতেন। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত —

"যখন নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরতেন, তখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন" ।-(বুখারী)

নৈতিক মূল্যবোধ ও আত্মশুদ্ধি অর্জনে নফল সালাত

ইসলাম ধর্ম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ইবাদতকেন্দ্রিক নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক জীবনব্যবস্থা। একজন মুসলমানের ইবাদত যত বেশি আন্তরিক ও নিয়মিত হয়, তার প্রভাব ততটাই সমাজে প্রতিফলিত হয়।

নফল নামাযের মূল উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন নয়, বরং আত্মার পরিশুদ্ধি ও সমাজে নৈতিকতার বিস্তার ঘটানো। একজন নফল সালাতপাঠী ব্যক্তি যখন নিয়মিত আল্লাহর সামনে বিনয় প্রদর্শন করে, তখন তার মধ্যে যে বিনম্রতা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়, তা সমাজজীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

নফল সালাত মানুষকে সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতির অনুভূতি দেয়। এই অনুভূতি তার চরিত্রে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণ সৃষ্টি করে।

যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত সেজদায় আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করে, সে কোনো অবস্থায় অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে না।

আল্লাহ বলেন —

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنۡهٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡكَرِ

অর্থ:-“সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে”।-(সূরা আল-আনকাবুত)

অতএব, নফল সালাতের মাধ্যমে যে আত্মসংযম ও সচেতনতা তৈরি হয়, তা সমাজে সততা ও ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

নফল সালাত মানুষের হৃদয়ে দয়া ও সহানুভূতির সঞ্চার করে। আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সে বুঝতে পারে মানুষের দুঃখ-কষ্টের মূল্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না”।-(বুখারী)

নফল সালাত মানুষকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যায়, যেখানে তার হৃদয় কোমল হয়ে যায় এবং সে সমাজে দান, সহায়তা ও সেবামূলক কাজে অংশ নেয়।

নফল সালাতের মাধ্যমে মানুষ বুঝে নেয় যে, সে আল্লাহর এক ক্ষুদ্র বান্দা। এই উপলব্ধি তাকে অহংকার, গর্ব ও আত্মঅহমিকা থেকে মুক্ত করে।

সালাতের সেজদা হলো বিনয়ের প্রতীক। নিয়মিত সেজদাকারী ব্যক্তি সমাজে বিনয়ী আচরণের মাধ্যমে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন —

“যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় প্রদর্শন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন”।-(মুসনাদ আহমদ)

নফল সালাত আদায়কারীর মধ্যে সময়ানুবর্তিতা ও দায়িত্ববোধের চেতনা জাগে।
যে ব্যক্তি নিয়মিত ইবাদত করে, সে জানে প্রতিটি কাজের জবাবদিহিতা রয়েছে। এই চেতনা তাকে দায়িত্বশীল নাগরিক, কর্মনিষ্ঠ ও সৎ পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তোলে।
নফল সালাতে মানুষ একান্তে আল্লাহর সামনে নিজের কর্মের হিসাব করে। এটি আত্মসমালোচনার একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।এই অভ্যাস তাকে ভুল সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করে এবং আত্মার পবিত্রতা অর্জনে সাহায্য করে।
যে ব্যক্তি নিয়মিত নফল সালাত পড়ে, তার হৃদয়ে গুনাহের ভয় এবং আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি পায়। এই ভয়ই তাকে পাপের পথে যেতে বাধা দেয়।তাহাজ্জুদ, ইশরাক, আওয়াবীন প্রভৃতি নফল সালাতের মাধ্যমে তার অন্তরে ক্রমাগত আল্লাহভীতি ও আত্মসংযম তৈরি হয়।
নফল সালাতের বিশেষ করে রাতের তাহাজ্জুদ নামাযে ঘুম ত্যাগ করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো এক প্রকার আত্মত্যাগ।এই ত্যাগই মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা এবং তাওয়াক্কুলের শক্তি বৃদ্ধি করে।আল্লাহ বলেন —

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ۝

"নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের জন্য সীমাহীন পুরস্কার রয়েছে।"-(সূরা আয-যুমার: ১০)
নফল সালাত মানুষের অন্তরে এমন এক প্রশান্তি সৃষ্টি করে, যা দুনিয়ার কোনো বস্তু দিতে পারে না।যে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, তার মন থেকে ভয়, হতাশা ও অস্থিরতা দূর হয়।এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতকে বলেছিলেন —
"আমার চোখের শীতলতা"।-(নাসাঈ)
যদি সমাজে মানুষ নফল সালাতের চর্চা বাড়ায়, তবে তা নৈতিক জাগরণের পথ তৈরি করবে।নফল সালাত মানুষকে অন্যায়, দুর্নীতি ও অসত্য থেকে দূরে রাখে। ফলে সমাজে শান্তি, সততা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
নফল সালাত মানুষকে হৃদয়ে বিনয়ী করে তোলে। এটি পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও ঐক্যের চেতনা সৃষ্টি করে।যখন সমাজের প্রতিটি মানুষ আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা নিয়ে জীবনযাপন করে, তখন দ্বন্দ্ব-সংঘাত হ্রাস পায় এবং সমাজে স্থিতিশীলতা আসে।
নফল সালাতের মাধ্যমে অর্জিত আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষকে মানবকল্যাণমূলক কাজে অনুপ্রাণিত করে। সে জানে, আল্লাহর সন্তুষ্টি কেবল সালাতেই নয়, মানুষের উপকারেও নিহিত।ফলে নফল সালাতপাঠী ব্যক্তি সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে — দরিদ্র সহায়তা, শিক্ষা বিস্তার, ও নৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে।

নফল সালাত শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, বরং এটি নৈতিক সমাজ গঠনের একটি কার্যকর উপায়।এটি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, অহংকার দূর করে, সহানুভূতি জাগায় এবং সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে।নফল সালাতপাঠী ব্যক্তি একজন আদর্শ নাগরিক, সৎ কর্মী ও মানবতার বন্ধুতে পরিণত হয়।

উপসংহার

ফরজ ইবাদত ছাড়াও আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কিছু নফল ইবাদতের সুযোগ রেখেছেন। নফল ইবাদতের মধ্যে সালাত আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় আমল। দিন-রাতের নফল সালাত মুমিন জীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এবং উন্নত মর্যাদা লাভের মাধ্যম। নফল সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অধিকতর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করে। জান্নাত পিয়াসী মুমিন বান্দাগণ অত্যন্ত যত্নসহকারে নফল সালাত সমূহ আদায় করেন।

অনেকের ধারণা, নফল মানে অতিরিক্ত ইবাদত। তা না করলে তো গোনাহ নেই । তাই নফল সালাত আদায় করে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ফরজ এবং ওয়াজিব পালনে যে ক্রটি ও দূর্বলতা হয়ে যায়, তা পূরণ করা হবে নফল সালাত দিয়ে।

নফল সালাত দ্বারা মূলত আল্লাহর প্রতি বান্দার মুহব্বতের পরিমাপ করা হয়। ফরয এবং ওয়াজিবের দায়িত্বগুলো পালন করার পর, অতিরিক্ত নফল সালাতে লিপ্ত থাকা মূলত আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার প্রমান। বান্দার পক্ষে কখনো সম্ভব নয় যথাযথভাবে ফরজ ও ওয়াজিবগুলো পালন করা। বরং ওগুলো পালন করতে গিয়ে ক্রুটি-বিচ্যুতি হওয়াই স্বাভাবিক। তার ঘাটতি পূরণে নফল সালাত বেশি প্রয়োজন।

নফল সালাত যদি নিয়মিত আদায় করা হয় এবং অভ্যাসে পরিণত করা হয়, তখন তার সওয়াব, তার পুরষ্কারটা বড় হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা চাইলে নফল সালাতের উসিলায় বান্দার গোনাহগুলো মাফ করে দিতে পারেন। কেয়ামতের দিন অনেক ঈমানদার থাকবে, যারা দুনিয়াতে বেশি বেশি বেশি নফল সালাত করার কারনে পরকালে জান্নাত পাবেন।

সালাতেই নিহিত ছিলো নবীজী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তৃপ্তি ও রাহাত। সালাতের মাধ্যমেই তিনি প্রকাশ করতেন দাসত্ব ও আবদিয়াত। সালাত থেকেই গ্রহণ করতেন শক্তি ও হিম্মাত। সালাতই ছিলো নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেষ অসিয়াত।

সত্যিকারের আল্লাহ ওয়ালা বান্দা হওয়ার লক্ষ্যে অধিক হারে নফল সালাত সমূহ আদায়ের চেষ্টা করা অতিব জরুরী । আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ইসলামের আলোকে নফল সালাত আদায় করার ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার তাওফিক দান করুন, আমিন।